যুগান্তর

তারিখ ... 22 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষকদেরও আন্দোলনে নামতে হল?

শিক্ষকদের মর্যাদা পৃথক কোনো জাতিগোষ্ঠীর ভাবনা নয়। এদেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হলে এ বিষয়টিকে দূরে রাখার কোনো কারণ নেই। দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে, দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে দাঁড় করাতে, জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করতে সর্বাগ্রে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষা ছাড়া বা শিক্ষা ব্যাহত করে জাতীয় উন্নয়নের কল্পনা করা মূর্খতার পরিচায়ক। আমাদের সমাজের কর্তাব্যক্তি, দায়িত্বশীলরা নিজেদের শিক্ষিত মনে করে এমন ভাব দেখান যে, পুরো দেশের সবাই তাদের মতো। অনেকটা চোর ও সাধুর দিন গুরুর গল্পের মতোই। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। তা সত্ত্বেও এদেশের সাধারণ মানুষের সন্তানরা যদি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তাদের যোগ্যতা ও উচ্চশিক্ষা যোগ আনাই মিছে হয়ে যায়, এ উপলব্ধিও তাদের নেই। বিশাল অট্টালিকার চারপাশে যদি বস্তি ও অশিক্ষিত মানুষ থাকে, তবে বিশাল দালানে বসবাসরত শিক্ষিত পরিবারের সার্বিক পরিবেশ ও অবস্থা কেমন হবে, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সব জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করতে হবে। এ মানসিকতা নিয়ে শিক্ষা বাজেট বরাদ্দে হীনমন্যতা দূর করতে হবে। শিক্ষিতদের বুঝতে হবে, 'আমার একার সুখ সুখ নহে ভাই...।'

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা লোপাট হলে সেটাকে 'কিছুই' মনে করা হয় না, অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ করতে কষ্ট হয়! শিক্ষা একটি বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে দেশের বেকার-অসহায়সহ সবাই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। মানুষকে কর্মক্ষম করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। অথচ সরকারের প্রাজ্ঞজনদের ভাবনায় এ সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি কাজ করেনি। এ সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার। বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যদি সোনার বাংলা গড়তে হয়, উন্নত বিশ্বের কাতারে দাঁড় করাতে হয়, তবে এদেশের সর্বস্তরের জনগণের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

স্বাধীনতার পরপর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি কী ছিল, তা আজকের দিনে ভাবাই যায় না। চারদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ, আগুনে পোড়া ছাই, রাস্তাঘাট, সেতুসহ সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত। জাহাজ নেই, বিমান নেই, গাড়ি নেই, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোষাগার শূন্য। খাদ্য-বস্ত্রের জন্য মানুষের হাহাকার। পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র চীনসহ বহু রাষ্ট্র সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে শত্রুসুলভ মানসিকতা নিয়ে ছিল। দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্রের মহড়া, পরাজিত শক্তির গোপন তৎপরতা। পাটের গুদাম, খাদ্যের গুদামে আগুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, দুর্ভিক্ষ ছিল তখনকার সংবাদপত্রের নিত্যদিনের খবর। এ দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু ভাবলেন শিক্ষা ছাড়া এ জাতির অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি নেই।

আজকাল মানুষের মনে এ ভাবনা জন্মেছে যে, জমিজমা, ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা কিছুই না, যদি না সন্তান শিক্ষিত হয়। শিক্ষিত হলে সে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন নির্বাহ করতে পারবে। তাই সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অনেকে জমিজমা বিক্রি করে, এমনকি চড়া সুদে ঋণ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। বর্তমানে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি এতে দুঃখ ও মর্মাহত। স্বাধীনতার পর সেই দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু এদেশের ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় দেড় লাখ শিক্ষককে সরকারিকরণ করেন। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর শিক্ষা নিয়ে ভাবনা পাল্টাতে থাকে। যদিও বর্তমান সরকার কিছু ইতিবাচক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে বিনামূল্যে বই বিতরণ, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এসব সাফল্য ম্লান করে দিয়েছে পরিকল্পনাবিহীন সৃজনশীল ব্যবস্থা, যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সবাইকে নোট-গাইড বই গিলতে বাধ্য করছে এবং কোচিং সেন্টারমুখী করছে।

শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা নিয়ে সরকারের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় তাদের ভাবনা হল, কম টাকা দিয়ে মর্যাদাহীন শিক্ষক পাওয়া গেলে বেশি টাকা দেব কেন? সম্প্রতি এক মা সমাবেশের অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে সরকারের এ ধরনের মনোভাব বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, মাত্র ৫ হাজার টাকা হলে আজকাল পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। এ বাস্তবতায় জীবিকার তাড়নায় শিক্ষকদের কোচিং করতে হচ্ছে। পাশাপাশি মেধাবীরা অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা বেহাল দশার দিকে যাচ্ছে। একশ্রেণীর মানুষ শিক্ষকদের অহায়ত্বের কথা চিন্তা না করে শিক্ষার মানহীনতার জন্য কর্তাব্যক্তি, সরকারের পরিকল্পনা, বাজেটের স্বল্পতাকে দায়ী না করে শিক্ষকদের দায়ী করেন। আজও বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বাড়িভাড়া খুবই সামান্য। যদিও এ সরকারের আমলে তা সামান্য বাড়ানো হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকরা জুলাই '১৫ থেকে বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে আসছেন। সরকার শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করবে। অথচ সংশ্লিষ্টদের ভাবখানা দেখে মনে হয় বেসরকারি শিক্ষকরা মা-মরা ঘরের সন্তান। অর্থনীতি সমিতির হলরুমে শিক্ষা নিয়ে এক আলোচনা সভায় আমি বলেছিলাম, শিক্ষকদের মর্যাদা থাকবে সবার ওপরে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষকের মর্যাদা হবে প্রথম শ্রেণীর। সে সভায় আমার বক্তব্য প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান বলেন, আমরা শিক্ষানীতিতে পদমর্যাদায় সচিবের ওপরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিদের স্থান দিয়েছিলাম। কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর যে আদেশ জারি করা হয়েছিল তাতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে থাকা তীব্র ক্ষোভের কিছুটা প্রশমন হয়েছিল, যা ছিল অমাবস্যার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রুপালি রেখার মতো। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দেড় বছরের মাথায় কোনো অশুভ চক্রের প্ররোচনায় বাতিল হয়ে যায়, যার ফলে তারা আবার সেকেন্ড ক্লাস থেকে নন-গেজেটেড থার্ডক্লাসে রূপান্তরিত হন! বিষয়টি বোধগম্য নয় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। দেড় বছর পরও অনেক শিক্ষকের ভাগ্যে জোটেনি বেতন স্কেলের সুবিধা। সিনিয়র শিক্ষকদের অনেকের বেতন কমে পিপি বেতন নির্ধারণ করা [illegible] থেকে সেকেন্ড ক্লাস মর্যাদা দিতে সংশ্লিষ্টদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে মনে হয় আমরা ইংরেজ আমলের পরাধীনতার শৃংখলে আছি। ভাবখানা এমন যে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে সাঁতার কেটে ব্রিটিশদের কাছ থেকে এ মর্যাদা ছিনিয়ে আনতে হবে।

১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখের আদেশ বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আপাতত থার্ডক্লাস হিসেবে বেতন-ভাতা নেয়ার কথা বলেছে। এখন প্রশ্ন, নন গেজেটেড বেতন-ভাতাই যখন দেবেন, তখন দেড় বছর পরের কথা বলেন কেন? শিক্ষকদের অসহায়ত্ব দেখে বলতে ইচ্ছা হয় : হায়রে দুর্ভাগা থার্ডক্লাস শিক্ষক। এ মর্যাদা কি সংশ্লিষ্টদের একটুও লজ্জা দেয় না? বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেসব দেশে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর। তোমরা শুধু ভাবছ বেতন বাড়ল কিনা? কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মর্যাদা দিলে বেতন পাবে। তোমাদের ভাবনা পাল্টাও। বাংলাদেশের সব শিক্ষক এক ও অভিন্ন। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল আজ শিক্ষকদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করছে।

শিক্ষক হিসেবে প্রধান ও সহকারীদের বেতনের খানিকটা পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মর্যাদা থাকবে সবার এক। প্রধান, সহকারী, কম যোগ্যতা, বেশি যোগ্যতা, নতুন, পুরনো, মহিলা, পুরুষ সব ভেদাভেদ ভুলে সব শিক্ষককে একই মর্যাদায় ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের শিক্ষকদের মর্যাদার কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতনের বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান। ইদানীং সরকার প্রাথমিকের মর্যাদা কেড়ে নিলেও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদার বৈষম্য দূর করে সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছে। যার ফলে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী সবাই এখন একই মর্যাদায়। সরকারি বিদ্যালয়ের সহকারী ও প্রধান শিক্ষকের নিয়োগবিধি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়োগবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা একই। সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের শ্রেণীর কার্যক্রম ছাড়া কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব নেই। অথচ প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিশাল। সামান্য মর্যাদা দেয়ার পর সেটা কেড়ে নেয়ার মধ্যে যে বৈষম্য-অবহেলার প্রকাশ ঘটেছে, তা প্রাথমিক শিক্ষায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে একে পেছনে ফেলে দেবে।

আজকাল স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র আওয়ামী লীগের ছায়াতলে সমবেত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা চক্র আজ শোক দিবস পালনের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের ছত্রছায়ায় শিক্ষকদের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া নষ্ট করে দিচ্ছে। শিক্ষকদের নিজেদের অধিকারের পাশাপাশি ভাবতে হবে এদেশকে নিয়েও। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং বর্তমান সরকার ঘোষিত উচ্চ আয়ের দেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবাই সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন, এ প্রত্যাশা করছি।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা*